তারিখ ... APR. 10 1999
পৃষ্ঠা ৭৫ কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

কবি শামসুর রাহমান গতকাল বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের পানি পান করাইয়া অনশন ভঙ্গ করান

অনশন ভাঙ্গিয়াছে ঃ সমস্যা কাটে নাই

বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগে পুনরায় অচলাবস্থা

আনোয়ার আলদীন ॥ জটিলতা কাটিবার পর বৎসর না ঘুরিতেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে পুনরায় অচলাবস্থা শুরু হইয়াছে। স্থাপত্য বিভাগকে একটি স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট ঘোষণা ও পৃথক ভর্তি পদ্ধতির দাবীতে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন করিতেছে। আন্দোলনের অংশ হিসাবে গত মঙ্গলবার হইতে স্থাপত্য বিভাগের করিডোরে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

বুয়েটের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী আমরণ অনশন শুরু করে। গতকাল সন্ধ্যায় অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের পানি পান করাইয়া অনশন ভঙ্গ করান কবি শামসুর রাহমান। তাহার সহিত স্থপতি মজহারুল ইসলাম, শিল্পী কাইউম চৌধুরী, রফিকুন্নবী, কবি রবিউল হুসাইন, বেলাল চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তবে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জনসহ আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচী অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। পরবর্তী কর্মসূচী ছাত্ররা আগামীকাল ঘোষণা করিবে। ইহারই মধ্যে আজ (শনিবার) বুয়েটের ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। পরীক্ষার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হইয়াছে। বুয়েটের মোট ৭২৫টি আসনের বিপরীতে সাড়ে ৪ হাজার পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিবে। স্থাপত্য বিভাগে আসন সংখ্যা ৫৫টি মাত্র। এ বিভাগে বর্তমানে মোট ছাত্র-ছাত্রী তিন শতাধিক।

জানা গিয়াছে, সরকার স্থাপত্য ইন্সটিটিউট স্থাপনের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গত ১১ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে আহ্বায়ক এবং একজন খ্যাতনামা শিল্পী ও তিনজন বিশিষ্ট স্থপতিসহ ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি অচিরেই তাহাদের প্রতিবেদন দাখিল করিবে। অপরদিকে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার পর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটিরও সুপারিশ একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ইহার ভিত্তিতে '৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার নিয়মাবলী চূড়ান্ত করা হয়। গত বৃহস্পতিবার ভিসির নিকট স্থাপত্য বিভাগের ছাত্ররা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটিতে গত বৎসর চাকুরীচ্যুত স্থাপত্য বিভাগের ১৩ শিক্ষকের অন্তর্ভুক্তির দাবী জানায়। ভিসি বলেন, উহা সরকারের এখতিয়ারভুক্ত। আমার কোন হাত নাই। ইহাতে ছাত্ররা সভাস্থল হইতে চলিয়া আসে। বুয়েটের অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন, স্থাপত্য বিভাগকে একটি চক্র তাহাদের স্বার্থে ব্যবহার করিতেছে। গত বৎসর বুয়েটে অভিন্ন ভর্তি পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইলে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্ররা তাহাদের জন্য পৃথক ভর্তি পদ্ধতির দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল অব্যাহত ক্লাস বর্জন, ধর্মঘট ও শেষে আমরণ অনশন। ছাত্রদের সমর্থনে স্থাপত্য বিভাগের ১৩ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেন। তাহাদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার পর জটিলতা শুরু হয়। পরে বুয়েটে সরকারী হস্তক্ষেপের অভিযোগে তৎকালীন ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদসহ ৭১ জন শিক্ষক বিভিন্ন দায়িত্ব হইতে একযোগে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে প্রায় দুই মাস অচলাবস্থা শেষে বুয়েটে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

তাহার এক বৎসর না পূর্ণ হইতেই পুনরায় স্থাপত্য বিভাগের ছাত্ররা আন্দোলনে নামিয়াছে। ঈদুল আজহার ছুটি শেষে বুয়েট খোলার পর ৪ঠা এপ্রিল হইতে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন শুরু করে। স্থাপত্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত একাত্মতা প্রকাশ করিয়া স্থাপত্য সমাজ আজ শহীদ মিনারে প্রতীক অনশনের কর্মসূচী নিয়াছে।

বুয়েট কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের এই আন্দোলনকে শৃংখলা পরিপন্থী কর্মকান্ড হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ এই ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।